[আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা]

বব ডিলানের আত্মকথা

ক্রনিকলস

ব ব ডি লা ন

ভাষান্তর

শওকত হোসেন

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99293-0-7

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

ব ব ডি লা নে র আ ত্ম ক থা

ক্রনিকলস
বব ডিলান
ভাষান্তর : শওকত হোসেন

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ উপলক্ষে মুদ্রিত
কপিরাইট © অনুবাদক
ছবি © Getty Images
প্রচ্ছদ ও বইনকশা : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

Chronicles
by Bob Dylan
Translated in Bengali by Saokot Hossain

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Translator

Printed and bound in Bangladesh

১৯৬৫ সালে রোড আইল্যান্ডের
নিউপোর্ট ফোক ফেস্টিভালে বব ডিলান

অনুবাদকের কথা

স্কুলের গণ্ডি তখনও পেরুইনি, আমাদের সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় বড় ভাইয়ের বন্ধুদের প্রায়ই দলবেঁধে ইংরেজি গান গেয়ে আসর মাতাতে দেখতাম। সেই সময়ই তাদের কণ্ঠে প্রথম স্করপিয়নের *উইন্ড অব চেঞ্জ*, বব ডিলানের *ব্লোইং ইন দ্য উইন্ড*, ক্লিফ রিচার্ডের *কংগ্র্যাচুলেশনস*, কার্পেন্টার্সের *ইয়েস্টারডে ওয়ান্স মোর*, *টপ অব দি ওয়ার্ল্ড*, জন ডেনভারের *কান্ট্রি রোড*, ইউরিয়াহ হিপের *দ্য লেডি ইন ব্ল্যাক*, লিন এন্ডারসনের *আই বেগ ইউর পার্ডন*, টনি অরলান্ডোর *নক থ্রি টাইমস*, বায়ার্ডসের *টার্ন, টার্ন, টার্ন*-এর মতো অসাধারণ গানগুলো শোনার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয়। বিশেষ করে সেই সময় *ব্লোইং ইন দ্য উইন্ড* কেন জানি মনে ভীষণ দাগ কেটেছিল। পরে রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত বিশ্বসংগীত নামে অনুষ্ঠানেও ইংরেজিসহ বহু বিদেশি গান শোনার সুযোগ হয়েছে।

সময় পেরুনোর সাথে সাথে সারা দুনিয়ার গানের জগতে নানা পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে, অনেক গায়ক-গায়িকা, ব্যান্ড মানুষকে মাতিয়েছে। কিন্তু ছোট বয়সের ভালোলাগার গানগুলো যেন মনের ভেতর বাসা বেঁধেছিল। বব ডিলানের গান শুনলেও গায়কের পরিচয় তখন জানা ছিল না। সেটা জেনেছি ঢের পরে। গানের কথাগুলোও একসময় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে ভালোলাগা আরও বাড়িয়েছে কেবল। বহু বছর পর, ২০১৬ সালে সহসা আবার বব ডিলানের নাম ছড়িয়ে পড়ে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সুবাদে। একজন গায়ক কীভাবে সাহিত্যে নোবেল পান, সেই প্রশ্নও উঠেছে কোনো কোনো মহলে। অনেকের জানা নেই যে বব ডিলান কেবল গায়ক নন, তিনি

গীতিকার ও লেখকও বটে; শিল্পকর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি মানসম্পন্ন বই রয়েছে। বব ডিলান নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরপরই লেখক ও সম্পাদক আলীম আজিজ মারফত *ক্রনিকলস* প্রথম খণ্ড হাতে পাই। বইটি পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ করেছি গানের জন্য তাঁর অফুরান সংগ্রামের ইতিহাস। কেবল গানকে ভালোবেসে কত বিপরীত স্রোতই না মোকাবিলা করেছেন তিনি। বাড়ি ছেড়েছেন, অখ্যাত রেস্তোরাঁয় গান করেছেন। তাঁর সংগ্রাম-প্রয়াসে বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েছি। জীবনের কথা বলায় তিনি অকপট, খোলামেলা; ভালোলাগার বিষয়গুলো যেমন অনায়াসে বলে গেছেন, তেমনি অপছন্দের কথাও উল্লেখ করেছেন নির্দ্বিধায়। এই বইতে সেই সময়ের মার্কিনি সমাজের পাশাপাশি দুনিয়ার চলতি ঘটনাপ্রবাহেরও একটা আন্তরিক পরিচয় মেলে।

আমার তাই মনে হয়েছে, ডিলানের এই কাহিনি পাঠকদের ভালো লাগতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া।

প্রকাশনা সংস্থা *বেঙ্গলবুকস* অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অতি অল্প সময়ে বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছে, সেজন্য তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আলীম আজিজকেও।

বইটি পাঠকদের ভালো লাগলে মনে হবে পরিশ্রম বৃথা যায়নি।

শওকত হোসেন

ঢাকা, জুলাই ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

সূচনাবিন্দু

লিডস মিউজিক পাবলিশিং কোম্পানির মালিক ল্যু লেভি ট্যাক্সিতে করে ওয়েস্ট সেভেন্টিথ স্ট্রিটের পাইথন টেম্পলে নিয়ে গেল আমাকে, ওর ক্ষুদে রেকর্ডিং স্টুডিও দেখাবে। এখানেই বিল হ্যালি অ্যান্ড হিজ কমেটস-এর *রক অ্যান্ড দ্য ক্লক* রেকর্ড করে সে। সেখান থেকে চলে এলাম ফিফটি এইট আর ব্রডওয়েতে জ্যাক ডেম্পসির রেস্তোরাঁয়। সেখানে সামনের জানালার কাছে লাল চামড়ার গদি মোড়া টুলে বসলাম আমরা।

বিখ্যাত বক্সার জ্যাক ডেম্পসির সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো ল্যু। আমার উদ্দেশে হাতের মুঠি নাচাল জ্যাক।

‘হেভিওয়েট লড়িয়ে হিসেবে বেশ হালকা-পাতলা লাগছে।

• *১৯৭২ সালে বিখ্যাত আটলান্টিক স্টুডিওতে বব ডিলান*

আরও কয়েক পাউন্ড ওজন বাড়াতে হবে, আরেকটু চটকদার পোশাক পরতে হবে, একটু চোখে লাগতে হবে না! রিঙে অবশ্য বেশি জামাকাপড় লাগবে না। দেখো, কাউকে জোরসে মারতে ভয় পেয়ো না যেন।'

'ও বক্সার না, জ্যাক, গীতিকার। নিজের গান বের করবে।'

'ও, আচ্ছা, ঠিক আছে; শিগ্‌গিরই শুনতে পাব নিশ্চয়। ভাগ্য তোমার সহায় হোক, বাছা।'

বাইরে হু-হু হাওয়া বইছে। গুচ্ছগুচ্ছ মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে। লাল লণ্ঠন-জ্বলা রাস্তায় ঘূর্ণি খাচ্ছে তুষার। শহুরে লোকজন জটলা পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নজর কাড়তে চটকদার বুলি আওড়াচ্ছে খরগোশের লোমের ইয়ারমাফ পরা সেলস্‌ম্যানরা, চেস্টনাট ফেরিওয়ালা। ম্যানহোল থেকে ভাপ উঠছে।

এসবকিছু তখন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। আমার গানের স্বত্ব দিয়ে সবে *লিডস মিউজিক*-এর সাথে চুক্তি করেছি। বেশি কথাবার্তার দরকার হয়নি অবশ্য। তখনও খুব বেশি কিছু লিখিনি। কাগজে সই দেওয়ার জন্য আগাম সম্মানি হিসেবে একশো ডলার দিয়েছে ল্যু। আমার জন্য সেই ঢের।

আমাকে *কলম্বিয়া রেকর্ডস*-এ নিয়ে গেছে জন হ্যামন্ড। ল্যুর ওখানে নিয়ে সে-ই আমার দিকে খেয়াল রাখতে বলেছিল ওকে। হ্যামন্ড আমার মাত্র দুটো মৌলিক গান শুনলেও আরও গান আসার ব্যাপারে আগাম ধারণা ছিল ওর।

ল্যুর অফিসে ফিরে কেস খুলে গিটার বের করে তারে টোকা দিলাম। কামরায় হাজারো জিনিসের ছড়াছড়ি : শীট মিউজিক (স্বরলিপি) বক্সের ঢিবি, শিল্পীদের রেকর্ডিং তারিখ সাঁটা বুলেটিন বোর্ড, কালো বার্নিশ করা ডিস্ক, শাদা লেবেলে মোড়কবদ্ধ অ্যাসিটেটস, বিনোদনকারীদের সই করা ছবি, চকচকে পোর্ট্রেট : জেরি ভেল, আল মার্তিনো, দ্য অ্যান্ড্রুজ সিস্টার্স (ওদেরই একজনকে বিয়ে করেছে ল্যু) , ন্যাট কিং কোল, প্যাট্টি পেজ, দ্য ক্রু-কাটস; গোটা দুই রিল-টু-রিল টেপরেকর্ডার কন্সোল; হাবিজাবি জিনিসে বোঝাই বিশাল গাঢ় বাদামি কাঠের

ডেস্ক। আমার সামনের ডেস্কে একটা মাইক্রোফোন রেখে টেপরেকর্ডারে প্লাগ ঠেসে দিলো ল্যু। অবিরাম একটা পেল্লায় সাইজের স্টোগির গোড়া চিবুচ্ছে সে।

'তোমাকে নিয়ে জন ভীষণ আশাবাদী,' বলল ল্যু।

জন মানে মহান প্রতিভা-শিকারি, কীর্তিমান শিল্পী জন হ্যামন্ড। রেকর্ডেড মিউজিকের ইতিহাসে বিলি হলিডে, টেডি উইলসন, চার্লি ক্রিশ্চিয়ান, ক্যাব গ্যালাওয়ে, বেনি গুডম্যান, কাউন্ট ব্যাসি, লায়নেল হ্যাম্পটনের মতো বিস্ময়কর মানুষগুলোর আবিষ্কর্তা। এরা আমেরিকানদের জীবনে অনুরণন তোলা সংগীতের স্রষ্টা-শিল্পী। এদের সবাইকেই মানুষের সামনে তুলে ধরেছিল সে। এমনকি হ্যামন্ড বেসি স্মিথের শেষ রেকর্ডিং সেশনগুলোও পরিচালনা করেছে। কিংবদন্তিসম সত্যিকারের বনেদি আমেরিকান। আসল ভ্যান্ডারবিল্ট পরিবারের সদস্য ছিল ওর মা। স্বচ্ছল পরিবেশে, আরাম-আয়েসে বড় হলেও তাতে সন্তুষ্ট ছিল না সে। নিজের হৃদয়ের ভালোবাসার গান, বরং বলা যায় হট জ্যাজের মন দোলানো ছন্দ, মরমি আর ব্লুজে মেতে উঠেছিল। মনপ্রাণ দিয়ে সমর্থন করেছে, আগলে রেখেছে। ওর পথ আটকাতে পারেনি কেউ। নষ্ট করার মতো সময় ছিল না তার। কলম্বিয়ার সাথে আমার চুক্তির ব্যাপারটা এত অবিশ্বাস্য ছিল, ওর দপ্তরে বসে জেগে আছি কি না বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। শুনে বানোয়াট গল্পের মতো মনে হতে পারত।

দেশের অন্যতম প্রথম ও প্রধান ব্র্যান্ড ছিল কলম্বিয়া। ওখানকার দরজা মাড়ানো তাই আমার জন্য বিরাট ব্যাপার ছিল। নবীনদের বেলায় লোকসংগীতকে অশিষ্ট, দ্বিতীয় কাতারের ভাবা হতো, ছোটখাটো ব্র্যান্ড থেকেই বেরুত এসব। নামিদামি রেকর্ড কোম্পানিগুলো শুধু সম্ভ্রান্ত শিল্পী, পবিত্র আর শুদ্ধ গানের জন্য ছিল। খুব ব্যতিক্রমী কিছু না হলে আমার মতো কাউকে সুযোগই দেওয়ার কথা না। কিন্তু জন ছিল অন্য ধাঁচের মানুষ। সে স্কুলবয় রেকর্ড বের করেনি বা স্কুলবয় আর্টিস্টদের গান রেকর্ড করেনি। দূরদৃষ্টি ছিল ওর, চিন্তাধারা ছিল সুদূরপ্রসারী।

আমাকে দেখেছে সে, আমার গান শুনেছে। আমার ভাবনাগুলো অনুভব করে ভবিষ্যতে বিশ্বাস রেখেছে। আমাকে ঐতিহ্যবাহী ব্লুজ, জ্যাজ আর লোকগীতির সুদীর্ঘ ধারার একজন ভাববার কথা বলেছে সে—হালফ্যাশনের নতুন কেতার বিস্ময়-বালক নয়। অবশ্য হালফ্যাশন বলে কিছু ছিলও না। পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের গোড়ায় আমেরিকান সংগীত জগতের অবস্থা বেশ করুণ ছিল। জনপ্রিয় রেডিও অনেকটা স্থবির আর ফাঁকা বিনোদনে ভরা ছিল। *দ্য বিটলস*, *দ্য হু* অথবা *দ্য রোলিং স্টোনস*-এর নতুন জীবন আর উত্তেজনা ফুঁকে দেওয়ার বহু বছর আগের কথা সেটা। তখন আমি নরকের শাস্তির বয়ান দেওয়া কড়া ভাষার লোকসংগীত গাইতাম। রেডিও থেকে সেগুলো যে দূরস্থ, সেটা বুঝতে ভোটাভুটির দরকার হয়নি। বাণিজ্যের কাছে এসব গান হার মানেনি। কিন্তু জন বলেছিল এসব ওর তালিকার ওপরের দিকে নেই। আমি কী করেছি তার গুরুত্ব সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল।

'দরদের ব্যাপারটা বুঝি,' বলেছে সে। রূঢ়, কাঠখোট্টা ঢঙে কথা বলত জন। তবু ওর চোখে তারিফের ঝিলিক ছিল।

পিট সিগারকে সম্প্রতি লেভেলে নিয়ে এসেছে সে। পিটকে অবশ্য সে আবিষ্কার করেনি। বেশ কয়েক বছর ধরে কাছেপিঠেই ছিল পিট। ম্যাককার্থির আমলে কালো তালিকাভুক্ত জনপ্রিয় লোকগানের দল *দ্য উইভার্স*-এ ছিল সে। কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হলেও কখনো কাজ থামায়নি। উদ্ধত ভঙ্গিতে সিগারের কথা বলছিল জন। মে-ফ্লাওয়ারে চেপে এসেছিল পিটের পূর্বপুরুষরা। কসম খোদার, ওর আত্মীয়স্বজনরা ব্যাটল অব বাংকারে লড়েছে। 'ভাবতে পারো, ওই শালারা ওকে কালো তালিকায় তুলেছে! আলকাতরা মাখিয়ে ব্যাটাদের গায়ে পালক সেঁটে দেওয়া উচিৎ।'

'তোমাকে সব বলব,' আমাকে বলেছে সে। 'তুমি মেধাবী ছেলে। প্রতিভাটা ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে সামাল দিতে পারলে ঠিক ফাটিয়ে দেবে। তোমাকে এখানে এনে তোমার গান রেকর্ড করবো। তারপর দেখি কী হয়।'

আমার জন্য এটুকুই কাফি ছিল। আমার সামনে একটা চুক্তিপত্র নামিয়ে রেখেছে সে। গৎবাঁধা চুক্তি। নিমেষে সই করেছি। বিশদ পড়ে দেখিনি। উকিল, উপদেষ্টা বা আমার কাঁধের ওপর দিয়ে নজরদারি করার মতো কারও দরকার হয়নি। তখন সামনে রাখা যেকোনো ফরমেই সই দিতাম আমি।

ক্যালেন্ডার দেখে রেকর্ডিংয়ের একটা তারিখ বেছে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে ওটা ঘিরে একটা বৃত্ত আঁকলো সে। তারপর আমাকে কখন আসতে হবে জানিয়ে কোন গান বাজাবো ঠিক করে রাখতে বলল। এরপর লেবেলের প্রচারণা-প্রধান বিলি জেমসকে তলব করল। আমার সাথে বসে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু এবং প্রেস রিলিজের জন্য ব্যক্তিগত বিষয়গুলো টুকে নিতে বলল ওকে।

বিলির পরনে যেন ইয়েল থেকে পাশ করে বেরুনো অভিজাত কেতার পোশাক। মাঝারি উচ্চতা ওর, মাথায় চকচকে কালো চুল। জীবনে কখনো পাথর ছুড়েছে বলে মনে হয় না। কখনো কোনো ঝুট-ঝামেলায় জড়ায়নি। ওর অফিসে এসে ডেস্কের উল্টোদিকে বসলাম। আমার মুখ থেকে যথেষ্ট মালমসলা আদায়ের কোশেস করল সে। যেন আমার সরাসরি সব বলে দেওয়ার কথা। নোটপ্যাড আর পেন্সিল হাতে কোত্থেকে আসছি জানতে চাইল। বললাম ইলিনয় থেকে—টুকে নিল সে। আর কোনো কাজ জানি কি না জানতে চাইলে কয়েক ডজন কাজের কথা বললাম। একবার বেকারির ট্রাকও চালিয়েছি। কথাটা লিখে আরও কিছু আছে কি না জানতে চাইল। বললাম নির্মাণ কাজ করেছি। সেটা কোথায়, জানতে চাইল সে।

'ডেট্রয়েট।'

'অনেক ঘোরাঘুরি করেছ?'

'হ্যাঁ।'

আমার পরিবারের কথা, তারা কোথায় আছে জানতে চাইল সে। বললাম, জানা নেই। অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে তারা।

'তোমার পারিবারিক জীবন কেমন ছিল?'

বললাম আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

'তোমার বাবা কী করত?'

'ইলেক্ট্রিশিয়ান।'

'আর মা, তার কী অবস্থা?'

'গৃহিণী।'

'কী ধরনের গান বাজাও?'

'লোকগীতি।'

'লোকগীতিটা কোন ধরনের গান?'

এটা ঐতিহ্যবাহী গান, বললাম তাকে। এই ধরনের প্রশ্ন শুনে ঘেন্না লাগছিল। ওসব হয়তো অগ্রাহ্য করা যেত। মনে হচ্ছিল আমাকে নিয়ে বিলির সংশয় আছে, নেহাত মন্দ ছিল না সেটা। এমনিতেও তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভালো লাগছিল না। কারও কাছে কোনো কিছুর কৈফিয়ত দিতে ইচ্ছা করছিল না।

'এখানে এসেছ কীভাবে?' আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'মালগাড়িতে চেপে।'

'প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কথা বলছ?'

'না, মালগাড়ি।'

'মানে বক্সকারের মতো কিছু?'

'হ্যাঁ, বক্সকারের মতো কিছু। মালগাড়ির মতো।'

'ঠিক আছে, মালগাড়ি।'

বিলি আর তার চেয়ার ছাড়িয়ে জানালা দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের একটা অফিস ভবনের দিকে তাকালাম। একজন প্রাণবন্ত সেক্রেটারি একাগ্র মনে কাজ করছে ওখানে; ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে একটা ডেস্ক দখল করে ব্যস্ত হাতে কিছু লিখছিল সে। মেয়েটার ভেতর হাস্যকর কিছু নেই। একটা টেলিস্কোপ থাকলে হতো, ভাবলাম আমি। আজকের সংগীত জগতে কাকে নিজের মতো লাগে, জানতে চাইল বিলি। বললাম, কাউকে না। কথাটা সত্যি ছিল। সত্যিই নিজেকে কারও মতো লাগত না আমার। তবে বাকি সবই ছিল নির্জলা গাঁজাখুরি কথা।

আদৌ মালগাড়িতে চেপে আসিনি। আসলে মিডওয়েস্ট থেকে একটা চার-দরজার সেডান '৫৭ ইম্পালায় চেপে সোজা

শিকাগো ছেড়ে এসেছি। প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধোঁয়াটে শহর, সর্পিল রাস্তাঘাট, তুষার-ঢাকা সবুজ মাঠ হয়ে স্টেট লাইন ধরে পুবে ওহিও, ইন্ডিয়ানা, পেনসিলভেনিয়া হয়ে এগিয়েছি। চব্বিশ ঘণ্টার পথ, বেশিরভাগ সময় পেছনের সিটে বসে ঝিমুচ্ছিলাম। টুকটাক কথা বলেছি। সুপ্ত আশার দিকে স্থির ছিল আমার মন...শেষমেশ জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ পেরিয়েছি।

ব্রিজের উল্টোদিকে এসে বিশাল গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে নামিয়ে দিয়েছে আমাকে। পেছনে সশব্দে দরজা আটকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে পা বাড়িয়েছি কঠিন বরফে। তীক্ষ্ণ হাওয়া হামলা চালিয়েছে মুখে। অবশেষে জায়গামতো, নিউ ইয়র্ক সিটিতে পৌঁছেছি। মাকড়শার জালের মতো বিছানো একটা শহর, আমার জন্য খুবই জটিল, বোঝার চেষ্টাও করতে যাইনি।

ডেভ ভ্যান রঙ্ক, পেগি সিগার, এড ম্যাককার্ডি, ব্রাউনি ম্যাকগি আর সনি টেরি, জোশ হোয়াইট, দ্য নিউ লস্ট সিটি র‍্যাম্বলার্স, রেভারেন্ড গ্যারি ডেভিস এবং আরও একদল গায়কের খোঁজে এসেছি এখানে; রেকর্ডে ওদের গান শুনেছি আগে। সবার উপরে উডি গুথরি। নিউ ইয়র্ক শহর—আধুনিক গোমোরাহ—যে শহর আমার নিয়তি স্থির করবে। স্কয়ার ওয়ানের সূচনাবিন্দুতে ছিলাম, কিন্তু কোনো অর্থেই আনাড়ি ছিলাম না।

আমি যখন পৌঁছাই তখন পুরোদস্তুর শীতকাল। ভয়াবহ ঠান্ডা। শহরের প্রতিটি আনাচকানাচ তুষারে ঠাসা। কিন্তু পৃথিবীর ছোট এক কোণ বরফাক্রান্ত নর্থ কান্ট্রি থেকে রওয়ানা দিয়েছিলাম আমি। ওখানকার ঘুটঘুটে জমাটবাঁধা অন্ধকার বনভূমি আর তুষার-ঢাকা পথঘাট আমাকে ঠেকাতে পারেনি। সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার তাকদ আমার ছিল। টাকা বা ভালোবাসার খোঁজ করিনি। সচেতনতার চড়া বোধ ছিল আমার ভেতর। নিজের পথ বেছে নিয়েছি। অবাস্তব আবার স্বপ্নচারীও ছিলাম বৈকি। ফাঁদের মতো অটল ছিল আমার মন। নিশ্চয়তার আশ্বাসের প্রয়োজন পড়েনি। এই অন্ধকার হিম শহরের কাউকেই চিনতাম না, তবে শিগ্‌গিরই বদলে যাবে সেটা।

গ্রিনউইচ গ্রামের প্রাণকেন্দ্রে ম্যাকড্যুগাল স্ট্রিটের একটা ক্লাব *ক্যাফে হোয়া?*। মাটির নিচের একটা গুহা। মদবর্জিত, স্বল্পালোকিত, নিচু ছাদ, চেয়ার-টেবিলওয়ালা প্রশস্ত ডাইনিং হলের মতো একটা কামরা। দুপুরে খোলে, ভোর চারটায় বন্ধ হয়। কে একজন ওখানে ফ্রেডি নীল নামে এক গায়কের খোঁজ করতে বলেছিল। *ক্যাফে হোয়া?*-র দিনের পালার শো চালাত সে-ই।

জায়গাটা খুঁজে বের করলাম। নিচের বেসমেন্টে আছে ফ্রেডি—জানানো হলো আমাকে। কোট আর টুপি জমা রাখা হয় ওখানে। ওখানেই আলাপ হলো ওর সাথে। ওই কামরার এমসি আর সমস্ত শিল্পীর মায়েস্ত্রো ইনচার্জ ছিল ফ্রেডি নীল। এরচেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে না। আমি কী করি জিজ্ঞেস করল সে। বললাম, গান গাই, গিটার আর হারমোনিকা বাজাই। আমাকে কিছু একটা বাজাতে বলল সে। মিনিটখানেক বাদে তার পালা এলে তার সাথে হারমোনিকা বাজাতে বলল। পুলকের একটা মুহূর্ত ছিল সেটা। অন্তত ঠান্ডা থেকে নিস্তার পাওয়ার মতো একটা জায়গা তো মিলেছিল। বেশ ভালো।

আনুমানিক মিনিট বিশেক বাজানো শেষে ওই পালার অন্য সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সে। তারপর যখন ইচ্ছা হয়েছে, যখন ওখানে ঠাসাঠাসি ভিড় জমে উঠেছে, ফিরে এসে বাজিয়েছে। অভিনয়-দৃশ্যগুলো কেমন যেন খাপছাড়া, অস্বস্তি জাগানো ছিল। মনে হচ্ছিল টেড ম্যাকের জনপ্রিয় টিভি শো *অ্যামেচার আওয়ার*-এর অনুকরণ। বেশিরভাগ শ্রোতাই কলেজ-ছাত্র, শহরতলীর লোকজন, লাঞ্চ-আওয়ার সেক্রেটারি, নাবিক আর ট্যুরিস্ট টাইপের ছিল। সবাই দশ থেকে পনেরো মিনিট অংশ নিয়েছে। অবশ্য যতক্ষণ ভেতর থেকে তাগিদ পেত ততক্ষণ বাজাত ফ্রেড। ফ্রেডির ভেতর আন্তরিকতা ছিল। রক্ষণশীল কেতার পোশাক পরত সে। গম্ভীর, ভাবুক হাবভাব, চোখে হেঁয়ালিভরা দৃষ্টি। গায়ের রং পিচের মতো, কোঁকড়ানো চুলের গোছা, ক্রুদ্ধ ও শক্তিশালী ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠস্বর। মাইক থাকুক বা না থাকুক ওই কণ্ঠস্বর ব্লু সুর ছাদের কড়িবর্গার দিকে

ঠেলে দিত। ওখানকার সর্দার ছিল সে। এমনকি তার ভক্তকুলের নিজস্ব হারেমও ছিল। ওকে স্পর্শ করার জো ছিল না। ওকে ঘিরে আবর্তিত হতো সবকিছু। হিট গান *এভরিবডি'জ টকিং* লিখেছিল ফ্রেডি। আমি কখনো নিজের সেট বাজাইনি। কেবল নীলের সব গানে সঙ্গ দিয়েছি। নিউ ইয়র্কে ওখানেই নিয়মিত বাজানো শুরু করি।

ক্যাফে হোয়া?-র দৈনিক শো নানান কাজের এক জাঁকালো নকশা ছিল। যার যা ইচ্ছা করতে পারত—কমেডিয়ান, ভেন্ট্রিলোকুইস্ট, স্টিল ড্রাম গ্রুপ, কবি, মহিলা অনুকরণকারী, ব্রডওয়ের গান গাওয়া একটা জুটি, টুপির ভেতর থেকে খরগোশ বের করা জাদুকর, পাগড়িওয়ালা এক লোক দর্শকদের সম্মোহিত করত, মুখের নানা ভঙ্গিই ছিল আরেকজনের মূল অভিনয়—শো বিজনেসে পা রাখতে আগ্রহী যে-কেউ। দুনিয়া সম্পর্কে তোমার মনোভাব পাল্টে দেওয়ার মতো কিছু নয়। কিছুতেই ফ্রেডির কর্মী হতে যেতাম না আমি।

আটটা নাগাদ পুরো দিনের তামাশা শেষ হতো। তারপর শুরু হতো পেশাদারি অনুষ্ঠান। রিচার্ড প্রায়োর, উডি অ্যালেন, জোয়ান রিভার্স, লেনি ব্রুসের মতো কমেডিয়ান আর দ্য জার্নিম্যানের মতো বাণিজ্যিক লোকসংগীত দলগুলোর পালা। দিনের বেলায় যারা থাকত তারা সবাই পাততাড়ি গোটাত। বৈকালিক বাদকদের ভেতর তীক্ষ্ণ স্বর টাইনি-টিম নামে একজন ছিল। উকুলেলে বাজাত, মেয়েদের মতো ২০'র দশকের পুরোনো জনপ্রিয় গান গাইত। কয়েকবার তার সাথে কথা হয়েছে। ওর কাছে কাজ করার মতো আর কোনো জায়গা আছে কি না জানতে চেয়েছিলাম। অনেক সময় টাইমস স্কয়ারে *হিউবার্ট'স ফ্লি সার্কাস মিউজিয়াম* নামে এক জায়গায় বাজানোর কথা বলেছে সে। পরে জায়গাটা খুঁজে বের করব আমি।

বরাবর কিছু বাজাতে বা গাইতে উন্মুখ আড্ডাবাজদের জ্বালাতন আর চাপে থাকতে হতো ফ্রেডকে। এদের ভেতর বিলি দ্য বুচার নামে একজন ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। যেন দুঃস্বপ্নের

গলি থেকে উদয় হয়েছে। একটা গানই বাজাত সে—*হাই হিল স্নিকার্স*। নেশাগ্রস্তের মতোই ওটাতেই মেতে থাকত। সচরাচর দিনের বেলায় জায়গাটা যখন ফাঁকা থাকত, সেই সময় ওকে বাজানোর সুযোগ দিত ফ্রেড। সবসময় 'মেয়েরা, এটা তোমাদের জন্য,' বলে গান শুরু করত বিলি। শরীরের তুলনায় খাটো একটা ওভারকোট পরত বুচার, বুকের ওপর আঁটো হয়ে বোতাম সেঁটে থাকত। ভয়ে ভয়ে থাকত সে। অতীতে বেলেভ্যুতে একবার স্ট্রেইট জ্যাকেট পরানো হয়েছিল ওকে, জেলের সেলে তক্তপোষ পুড়িয়েছে সে। সবই ঘটেছে বিলির জীবনে। সবার সাথে ঝামেলা ছিল ওর, তবে গানটা সে গাইত ভালোই।

আরেক জনপ্রিয় গায়ক পুরুতের পোশাক আর ক্ষুদে ঘণ্টাওয়ালা রেড-টপড বুট পরত। নিজের মতো *বাইবেল*-এর বিভিন্ন কাহিনি বয়ান করত সে। মুনডগও গান গাইত ওখানে। মুনডগ ছিল অন্ধ কবি, বেশিরভাগ সময় রাস্তায় কাটাতো সে। মাথায় ভাইকিং হেলমেট, পায়ে উঁচু ফারের বুট আর কম্বল জড়ানো থাকত গায়ে। একক সংলাপ আওড়াত মুনডগ, বাঁশের বাঁশি আর হুইসেল বাজাত। বেশিরভাগ সময় ফোর্টিসেকেন্ড স্ট্রিটেই পারফর্ম করত সে।

ওখানে দীর্ঘাঙ্গিনী শ্বেতাঙ্গ ব্লুজ গায়িকা ও গিটারবাদক কারেন ডাল্টন ছিল আমার প্রিয়। ভয়ার্ত, ছিপছিপে গড়ন আর গম্ভীর ধরনের মানুষ। ওকে আগে

১৯৬৫ সালে নিউ ইয়র্কের হিলস টেনিস স্টেডিয়ামে বব ডিলান

থেকেই চিনতাম আমি। আগের গ্রীষ্মে ডেনভারের মাউন্টেন পাস শহরের এক ফোক ক্লাবে দেখা হয়েছিল। বিলি হলিডের মতো ছিল কারেনের কণ্ঠ, পুরোদস্তুর জিমি রিডের কায়দায় গিটার বাজাত সে। বার দুই ওর সাথে গানও গেয়েছি।

ফ্রেড সবসময় বেশিরভাগ পারফর্মারদের জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করত। যতদূর সম্ভব কুশলী ছিল সে। অনেক সময় বিনা কারণে খাঁ-খাঁ করত কামরাটা; কখনো আধা ফাঁকা থাকত; আবার পরক্ষণে স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই নিমেষে বাইরে লম্বা লাইনে দাঁড়ানো লোকজনে ঠাসাঠাসি অবস্থা হতো। ফ্রেডই ছিল এখানকার আসল লোক, মূল আকর্ষণ। নেমপ্লেটে ওর নাম থাকায় অনেকে হয়তো শুধু ওকে দেখতেই হাজির হতো। বলা মুশকিল। একটা বিশাল ড্রেডনট গিটার বাজাত সে। ওর বাদনে যথেষ্ট জোর ছিল, তীক্ষ্ণভেদী প্রবল ছন্দ—একক ব্যান্ড, কণ্ঠস্বর রীতিমতো ভয়ংকর। *চেইন গ্যাং সং*-এর জ্বালাময়ী সংকর-ভাষ্য গেয়ে দর্শকদের উন্মত্ত করে তুলত সে। ওর সম্পর্কে নানা কথা শুনেছি। ভবঘুরে নাবিক ছিল সে, ফ্লোরিডায় একটা ডিঙি নৌকা আছে ওর। আন্ডারগ্রাউন্ড পুলিশ ছিল। পতিতা-বান্ধবী আর ছায়াটে অতীত ছিল ওর। ন্যাশভিলে পৌঁছানোর পর স্বরচিত গান ছেড়ে নিউ ইয়র্কের পথ ধরেছে। একটা কিছু ঘটবে আর তার পকেট টাকাপয়সায় ভরে ওঠার অপেক্ষায় এখানে গা-ঢাকা দিয়েছিল। যা হোক, বিরাট কোনো ইতিহাস ছিল না সেটা। ওর ভেতর আকাঙ্ক্ষা থাকার কথাও মনে হয়নি। খুব মিল ছিল আমাদের। ব্যক্তিগত বিষয়ে একেবারেই কথাবার্তা হতো না। অনেকটা আমার মতো ছিল সে; ভদ্র, তবে অতিরিক্ত খাতিরের ভাব নেই। দিনশেষে পকেট খরচা মিটিয়ে বলত, 'নাও...ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে পারবে।'

অবশ্য পুরোপুরি পেটের কারবারটাই ওর সাথে থাকার সেরা দিক ছিল। রাজ্যের ফ্রেঞ্চফ্রাই আর হ্যামবার্গার—যতগুলো গেলা সম্ভব। দিনের বিশেষ একটা সময়ে হেঁশেলে ঘুরঘুর করতাম টাইনি টিম আর আমি। সাধারণত তেলতেলে বার্গার নিয়ে অপেক্ষা করত বাবুর্চি নরবার্ট। নয়তো পোর্ক আর বিনের

খালি ক্যান কিংবা কড়াইতে করে স্প্যাগেটি দিত। হালকা চালে চলত নরবার্ট। টমেটোর দাগপড়া অ্যাপ্রন পরত। কঠিন মাংসল চেহারা, থলথলে গাল, মুখে আঁচড়ের দাগের মতো দাগ। নিজেকে ভদ্রঘরের মেয়ের যোগ্য পুরুষ ভাবত সে। ইতালির ভেরোনায় রোমিও-জুলিয়েটের সমাধি দেখতে যাবে বলে টাকা জমাচ্ছিল। রান্নাঘরটা ছিল পাহাড়ের শরীর খুঁড়ে বানানো গুহার মতো।

একদিন বিকেলে দুধের সোরাই থেকে গ্লাসে কোক ঢালছি। রেডিও স্পিকারের পর্দা থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। রিকি নেলসন তার নতুন গান *ট্রাভেলিন' ম্যান* গাইছে। দ্রুতলয়ে গুনগুন, কণ্ঠের ওঠানামায় একটা মসৃণ ভাব ছিল রিকির। বাকি টিন-আইডলদের চেয়ে আলাদা। একজন জবরদস্ত গিটারিস্ট ছিল ওর সাথে। হঙ্কিটঙ্ক হিরো ও বার্ন ড্যান্স বেহালাবাদকের মাঝামাঝি একটা কায়দায় বাজাত সে। অতীতের জ্বলন্ত জাহাজ চালানোর ভাব ধরা গায়কদের মতো দারুণ উদ্ভাবক ছিল না নেলসন। বেপরোয়া ঢঙে গেয়ে ক্ষতি করেনি কোনো। ওকে কখনো শামান ভেবে ভুল করবে না কেউ। ওর সহ্যসীমা কখনো যাচাই করা হয়েছে বলেও মনে হয়নি। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসেনি। যেন ঝড়ের ভেতর শান্ত, অবিচল কণ্ঠে গান গাইত সে; মানুষ ওর পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কিঞ্চিৎ রহস্যময় ছিল ওর কণ্ঠস্বর, বিশেষ একটা মেজাজে পৌঁছে দিত তোমাকে।

রিকির ভীষণ ভক্ত ছিলাম আমি। ওকে এখনও পছন্দ করি। তবে ওই ধরনের গান বিদায়ের পথে ছিল। অর্থ বোঝানোর সুযোগই ছিল না। এই জিনিসের ভবিষ্যৎ ছিল না। পুরোটাই ছিল ভুল। ভুল ছিল না যেটা, সেটা হচ্ছে গোস্ট অব বিলি লিয়ন্স, রুটিং দ্য মাউন্টেন ডাউন, স্ট্যান্ডিং অ্যারাউন্ড ইন ইস্ট কায়রো, ব্ল্যাক বেটি ব্যাম বি ল্যাম। আদৌ ভুল ছিল না। ওই জিনিসই ঘটছিল। ওই জিনিসই তোমার সবসময় মেনে নেওয়া বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে প্ররোচিত করতে, ভাঙা হৃদয়ে প্রকৃতি ভরে তুলতে পারত, আত্মার শক্তি ছিল। যথারীতি মরা বর্ণহীন কথার গান গাইছিল রিকি। সম্ভবত ওর কথা ভেবেই লেখা গান। অবশ্য, সবসময়

ওর সাথে আত্মীয়তা বোধ করেছি। মোটামুটি সমবয়সি ছিলাম আমরা। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় বহু অমিল থাকলেও আমাদের পছন্দ সম্ভবত একরকম ছিল। আমরা একই প্রজন্মের ছিলাম। পশ্চিমে একটা ফ্যামিলি টিভি শো-তে বড় হয়েছে সে। মনে হতো ওয়াল্ডেন পন্ডে ওর জন্ম আর বেড়ে ওঠা, যেখানে সবকিছু ছিল চমৎকার। অন্ধকার দানবীয় জগৎ থেকে এসেছি আমি, একই জঙ্গল; তবে সবকিছু দেখার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে। রিকির প্রতিভা আমার বোধগম্য ছিল। আমাদের অনেক মিল থাকার কথা মনে হয়েছে। কয়েক বছরের ভেতর আমার কয়েকটা গান রেকর্ড করবে সে; যেন ওগুলো ওর গান, ওরই লেখা। শেষতক অবশ্য নিজেই একটা গান লিখে সেখানে আমার নাম উল্লেখ করেছিল সে। আন্দাজ বছর দশেকের মধ্যেই ওর গানের ধারা হিসেবে স্বীকৃত ধারা পাল্টানোয় মঞ্চে দুয়োধ্বনির মুখে পড়তে হবে রিকিকে। দেখা গেছে বেশ মিল ছিল আমাদের।

ক্যাফে হোয়া?-র হেঁশেলে দাঁড়িয়ে ওই একঘেয়ে গানের মসৃণ কথা শোনার সময় সেটা জানার উপায় ছিল না। আসল কথা রিকি তখনও রেকর্ড বানাচ্ছিল, আমিও সেটাই করতে চেয়েছি। ফোক্সওয়েজ রেকর্ডের হয়ে রেকর্ডিং করার স্বপ্ন দেখেছি। ওই লেবেলটাই পেতে চেয়েছি। ওই লেবেলই নাম করা সমস্ত রেকর্ডকে হারিয়ে দিয়েছিল।

রিকির গান থামার পর বাকি ফ্রেঞ্চফ্রাই টাইনি টিমকে গছিয়ে দিয়ে ফ্রেড কী করছে দেখতে বাইরের কামরায় এলাম। ফ্রেডকে একবার ও কোনো রেকর্ড বের করেছে কি না জিজ্ঞেস করেছিলাম। 'ওটা আমার খেলা না,' বলেছে সে। অন্ধকারকে সুরেলা শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে চালিয়ে দিত সে; তবে নিপুণ আর শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও পারফর্মার হিসেবে একটা কিছুর খামতি ছিল ওর। সেটা কী বুঝতে পারিনি। ডেভ ভ্যান রঙ্ককে দেখার পর বুঝতে পারি।

গ্যাসলাইট নামে এক রহস্যময় ক্লাবে কাজ করত ভ্যান রঙ্ক, রাস্তায় দাপুটে উপস্থিতি ছিল ওটার—অন্যগুলোর তুলনায় অনেক

সম্ভ্রান্ত। ক্লাবের সামনে বিরাট জাঁকালো একটা ব্যানার ছিল। সপ্তাহান্তে মজুরি মেটানো হতো। *কেটল অব ফিশ* নামে একটা বারের পাশের একসার সিঁড়ি বেয়ে নামলেই *গ্যাসলাইট*-এ পৌঁছানো যেত। মদ বেচাকেনার চল ছিল না, তবে কাগজে মুড়ে বোতল আনা যেত। দিনে বন্ধ থাকত ওটা, সন্ধ্যার দিকে আনুমানিক জনা ছয় পারফর্মার নিয়ে খুলত। রাতভর পালা করে কাজ চালাত ওরা। অচেনা কারও প্রবেশাধিকারহীন একটা রুদ্ধচক্র ছিল তা। অডিশনের বালাই ছিল না। আমার বাজাতে চাইবার মতো ক্লাব ছিল ওটা, দরকারও ছিল।

ভ্যান রঙ্ক বাজাত ওখানে। মিডওয়েস্টে থাকতে রেকর্ডে ভ্যান রঙ্কের বাদন শুনেছি, তখন ওকে বিরাট কিছু ভেবেছিলাম। তার কিছু রেকর্ডিং হুবহু নকলও করেছি। আবেগময় আর তীব্র ছিল সে, ভাড়াটে সৈনিকের ঢঙে গাইত, যেন সেই ভোগান্তি সয়েছে। একইসাথে গর্জন আর ফিসফিস করে ব্লুজকে ব্যালাড, ব্যালাডকে ব্লুজে পরিণত করতে ওস্তাদ ছিল ভ্যান রঙ্ক। ওর এই কায়দা ভালো লাগত আমার। সে-ই ছিল শহরের আসল জিনিস। গ্রিনউইচ গ্রামের রাস্তার রাজা, সর্বেসর্বা ছিল ভ্যান রঙ্ক।

এক হিমেল শীতের দিনে টম্পসন ও থার্ড-এর কাছে হালকা তুষারের ঝাপ্টার ভেতর দুর্বল সূর্য ধোঁয়াশা থেকে উঁকি মারছে যখন, তখন স্তব্ধতার ভেতর আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখি ওকে। যেন হাওয়া আমার দিকে ভাসিয়ে আনছে। ওর সাথে কথা বলতে চাইলেও একটা কিছু বাধ সেধেছিল। ওকে পাশ কাটানোর সময় ওর চোখের ঝিলিক দেখেছি। চকিত একটা মুহূর্ত ছিল, হারিয়ে যেতে দিয়েছি সেটাকে। যদিও ওর সাথে বাজাতে চেয়েছিলাম। সত্যি বলতে যে-কারও জন্যই বাজাতে চাইতাম। একাকী ঘরে বসে তো আর বাজানো যায় না। সারাক্ষণ মানুষের জন্য বাজানোর দরকার ছিল। বলা যায় মানুষের সামনেই রেওয়াজ করেছি, যেভাবে রেওয়াজ করেছি সেভাবেই আমার জীবন তৈরি হচ্ছিল। সবসময় আমার নজর ছিল *গ্যাসলাইট*-এর দিকে। না থেকে উপায় ছিল না। ওটার সাথে তুলনা করতে গেলে রাস্তার